রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০২ (মু: ও প্র:)**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্দারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ০২, ২০২৬

বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৮ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

২। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম এর সংশোধন**।—বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনামে উল্লিখিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দের পর ", যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণ" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনের প্রস্তাবনা এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দের পর, ", যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণ" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৪। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৪ক) **"গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সার্ভিস প্রোভাইডার"** অর্থ কোনো বিমানবন্দর বা বিমানঘাঁটিতে একটি বেসামরিক বিমান অবতরণ করিবার পর হইতে উহা পরবর্তী উড্ডয়নের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যাত্রী ও পণ্য পরিষেবাগুলি সরবরাহ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত সংস্থা;";

(খ) দফা (১৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৫ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৫ক) **"জনস্বার্থ"** অর্থ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং ভাড়া নির্ধারণে নায্য ও যৌক্তিক পদ্ধতি অনুসরণ;";

(গ) দফা (১৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৬ক), (১৬খ) ও (১৬গ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৬ক) **"ট্যারিফ"** অর্থ যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের জন্য এয়ার অপারেটর কর্তৃক আরোপিত চার্জ, ফি বা ট্যাক্স ব্যতীত ভাড়া;

(১৬খ) **"ট্রাভেল এজেন্সি"** অর্থ বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত ট্রাভেল এজেন্সি;

(১৬গ) **"ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল (Distribution Channel)"** অর্থ কোনো এয়ার অপারেটরের প্যাসেঞ্জার সার্ভিস সিস্টেম (Passenger Service System) এর সহিত যুক্ত (integrated) টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা যেমন, ওয়েবপোর্টাল, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ), Global Distribution System (GDS), New Distribution Capability (NDC), হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি যাহা গ্রাহক বা ট্রাভেল এজেন্সির নিকট সরাসরি কিংবা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বিমানের টিকেটের প্রাপ্যতা, সংরক্ষণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের সুবিধা প্রদান করে;";

(ঘ) দফা (৩৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩৪) **"ব্যক্তি"** অর্থ যে কোনো ব্যক্তি বা আইনানুগ ব্যক্তি (legal person), প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;";

(ঙ) দফা (৩৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩৪ক) **"যাত্রী সেবা"** অর্থ বিমান যাত্রার পূর্ব, যাত্রাকালীন ও যাত্রা পরবর্তী সময়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুবিধা, উপাত্ত সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রদত্ত সকল প্রকার সেবা ও সহায়তা;";

(চ) দফা (৩৮) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৮ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩৮ক) **"সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি [General Sales Agent (GSA)]"** অর্থ বাংলাদেশে এক বা একাধিক দেশি বা বিদেশি এয়ার অপারেটরের পক্ষে যাত্রী অথবা কার্গো অথবা যাত্রী ও কার্গো উভয়ের সেবা বিপণন এবং বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি;"।

৫। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) ও উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) ও উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) কোনো বিদেশি এয়ার অপারেটর বাংলাদেশে বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন সেবা প্রদান করিতে চাহিলে উহাকে বাংলাদেশে নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন অথবা বাংলাদেশি নাগরিকের শতভাগ মালিকানাধীন ও বাংলাদেশে নিবন্ধিত এক বা একাধিক সংস্থাকে সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৫) কোনো দেশি এয়ার অপারেটর, প্রয়োজনে, সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট এয়ার অপারেটর উক্ত বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে এবং কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তাধীনে, সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধিকে নিবন্ধন প্রদানসহ উহার কার্যক্রম তদারকি করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬) ও উপ-ধারা (৭) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৬) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো দেশি বা বিদেশি এয়ার অপারেটর সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া তাহার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করিলে এবং উক্ত এয়ার অপারেটর ও উক্ত সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধির মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে বা সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধির নিবন্ধন বাতিল ঘোষিত হইলে উক্ত এয়ার অপারেটরের বিমান পরিবহন সেবা বন্ধ করা যাইবে না।

(৭) এই ধারার অন্যান্য উপ-ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উদ্ভূত কোনো বিরোধ বা নিবন্ধন বাতিলের কারণে কোনো সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট এয়ার অপারেটর, এই ধারার বিধানাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে, সাময়িকভাবে নূতন সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৬। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনে ধারা ৯ক এবং ৯খ এর সংযোজন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯ক ও ধারা ৯খ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"৯ক। **গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সার্ভিস প্রোভাইডার এর নিবন্ধন**।—(১) নিবন্ধন ব্যতিরেকে কোনো গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সার্ভিস প্রোভাইডার বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) কোনো গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সার্ভিস প্রোভাইডারকে নিবন্ধনের জন্য, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তাধীনে, চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সার্ভিস প্রোভাইডার বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সার্ভিস প্রোভাইডারকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

৯খ। **ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল এর নিবন্ধন**।—(১) কোনো ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল এই আইনের অধীন নিবন্ধন ব্যতিরেকে বাংলাদেশে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) কোনো ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলকে নিবন্ধনের জন্য, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তপূরণ সাপেক্ষে, চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহাকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

(৪) Application Programming Interface (API) ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, ইন্টারফেস, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল-কে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কারিগরি স্পেসিফিকেশন, সাইবার সুরক্ষা পলিসি ও ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা মানিয়া চলিতে হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এয়ার অপারেটরের প্যাসেঞ্জার সার্ভিস সিস্টেমের সহিত যুক্ত টিকেট ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের বুকিং, ব্লকিং ও মূল্য সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট ডেটাবেজে বা ডেটাফিল্ডে এপিআই এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা ও তদারকির জন্য তাৎক্ষণিক প্রবেশ (real time access) করিতে পারিবেন।

(৬) কোনো নিবন্ধিত ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের বিরুদ্ধে জনস্বার্থের পরিপন্থি কর্মকাণ্ডের প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে চেয়ারম্যান, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত এয়ার অপারেটরের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে বিদ্যমান সকল বুকিং জনস্বার্থে অক্ষুণ্ন রাখিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার নিবন্ধন সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন।"।

৭। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৪। **এএনও, আদেশ, ইত্যাদি জারি**।—(১) সরকার, যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান শিকাগো কনভেনশনের পরিশিষ্টসমূহ এবং প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে সুরক্ষা, নিরাপত্তা, পরিবেশ ও যাত্রীসেবা সংক্রান্ত এএনও এবং অন্যান্য আদেশ জারি ও সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন এএনও প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশনা, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এবং সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।"।

৮। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনে ধারা ৪৩ক, ৪৩খ, ৪৩গ, ৪৩ঘ এবং ৪৩ঙ এর সংযোজন**।— উক্ত আইনে ধারা ৪৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪৩ক, ৪৩খ, ৪৩গ, ৪৩ঘ এবং ৪৩ঙ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"৪৩ক। **ট্যারিফ দাখিল, অনুমোদন ও বিভিন্ন প্রকার ফি, চার্জ, রয়্যালটি, প্রিমিয়াম ও ভাড়া নির্ধারণের জন্য উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন**।—(১) এয়ার অপারেটরসমূহ, সময় সময়, তাহাদের সকল রুটের সকল শ্রেণির ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ ট্যারিফ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিবে।

(২) কোনো রুটে একচেটিয়া কারবার, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি বা কৃত্রিম সংকট পরিলক্ষিত হইলে, চেয়ারম্যান, জনস্বার্থে, যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ট্যারিফ অনুমোদনসহ অন্যান্য বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ ও গ্রাউন্ড অপারেটর কর্তৃক ধার্যকৃত বিভিন্ন প্রকার ফি, চার্জ, রয়্যালটি, প্রিমিয়াম ও ভাড়া নির্ধারণের জন্য সরকার, উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত উপদেষ্টা পর্ষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা;

(ঘ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা;

(ঙ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা; এবং

(চ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অর্থনীতি ও বিমান পরিবহন বিষয়ে অভিজ্ঞ ২ (দুই) জন ব্যক্তি;

(৬) উপ-ধারা ৫ এর দফা (ক) ও (চ) এর অধীন নিযুক্ত সদস্যগণ তাহাদের নিযুক্তির তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

(৭) সভাপতি উপদেষ্টা পর্ষদের সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৮) কর্তৃপক্ষ, উপদেষ্টা পর্ষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৯) উপদেষ্টা পর্ষদ বিমানবন্দরের অবস্থান, বিমানের প্রকৃতি, এয়ার অপারেটরের প্রকৃতিসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া সকল ক্ষেত্রে একই প্রকার অথবা, প্রয়োজনে, ভিন্ন প্রকার ফি, চার্জ, রয়্যালটি, প্রিমিয়াম ও ভাড়া আরোপের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে।

(১০) সরকার, উপ-ধারা (৯) অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে কর্তৃপক্ষের ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রকার ফি, চার্জ, রয়্যালটি, প্রিমিয়াম ও ভাড়া নির্ধারণ করিবে এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী চেয়ারম্যান উহার তফসিল প্রকাশ করিবেন।

(১১) উপদেষ্টা পর্যদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, সময় সময়, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রকার ফি, চার্জ, রয়্যালটি, প্রিমিয়াম ও ভাড়া আরোপ করিবে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী চেয়ারম্যান উহার তফসিল প্রকাশ করিবে।

৪৩খ। **বিমান চলাচল ও পরিবেশ সুরক্ষা**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, বিমান চলাচলের ফলে নিঃসরিত কার্বন ফুটপ্রিন্ট (carbon footprint) হ্রাস করিবার লক্ষ্যে টেকসই বিমান জ্বালানির ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৩গ। **এয়ার অপারেটরদের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধিনিষেধ**।—অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো দেশি বা বিদেশি এয়ার অপারেটর ট্রাভেল এজেন্সি স্থাপন করিয়া টিকেটিং ব্যবসার সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারিবে না অথবা সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ইহা এয়ার অপারেটরদের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে টিকেট বিক্রয় অথবা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অন্য এয়ার অপারেটরের টিকেট বিক্রয়কে বারিত করিবে না।

৪৩ঘ। **ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ**।—(১) কর্তৃপক্ষ বিমান চলাচলকে সেবাবান্ধব করিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন, ইত্যাদি ফ্রন্টিয়ার (frontier) প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করিবে, তবে এইক্ষেত্রে সাইবার সুরক্ষা এবং ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি-বিধান মানিয়া চলিতে হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নূতন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনি পরিকাঠামো, নীতিমালা, মান ও নিরাপত্তা মানদন্ড প্রণয়ন করিবে।"।

৯। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনে ধারা ৪৪ক এর সংযোজন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪৪ক সংযোজিত হইবে, যথা:—

"৪৪ক। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—এই অধ্যাদেশের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্তরূপ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিতে পারিবে।"।

১০। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ন) এর শেষে উল্লিখিত "এবং" শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (প) এর শেষে উল্লিখিত দাঁড়ি (।) এর পরিবর্তে সেমিকোলন (;) প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (প) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ফ), (ব), (ভ), (ম), (য), (র) ও (ল) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ফ) সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি সংক্রান্ত;

(ব) ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল সংক্রান্ত;

(ভ) বিমান চলাচল ও পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত;

(ম) বেসামরিক বিমান চলাচল উপদেষ্টা পর্ষদ সংক্রান্ত;

(য) সাইবার নিরাপত্তা ও উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত;

(র) সম্পত্তি ইজারা সংক্রান্ত; এবং

(ল) যাত্রীসেবা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিধান।"।

১১। **২০১৭ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৭ এর বিলুপ্তি**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ বিলুপ্ত হইবে।

তারিখ: ১৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd